গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২ মে ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মে দিবস জিন্দাবাদ

(এবারের মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমরা সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৭৪ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিকদের সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ থেকে শ্রমিক আন্দোলন স)ক্রান্ত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নিম্নলিখিত অ)শ এখানে উদ্ধৃত করছি। মে দিবসে শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার যে শপথ আমরা গ্রহণ করি, সেই শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার প্রকৃত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে তা অত্যন্ত স)ক্ষিপ্ত এই উদ্ধৃতিতে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। – স.গ.)

"প্রথমেই লেনিনের একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। মজুরদের লেনিন বার বার একটি বিষয়ে সাবধান করেছেন। মার্কস থেকে শুরু করে সকলেই বার বার এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শুধু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়া নিয়ে শ্রমিকরা যতই মারমুখী লড়াই করুক না কেন, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে যতই তারা তাদের দাবী ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করুক না কেন, তাতে তাদের গোলামীর অবসান হয় না — তারা যে গোলাম সেই গোলামই থেকে যায়, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকে। শুধু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়া নিয়ে লড়লেই আর তার

আটের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সি পি এম বামপন্থাকে কলঙ্কিত করল

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২৩ এপ্রিল এস ইউ সি আই রাজ্য দপ্তরে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এবং ২৫ এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'মিট্ দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছেন।

যেভাবে সি পি এম রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিকে দখলে রাখার জন্য ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিরোধী দলগুলির বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে নমিনেশন জমা দিতে না দিয়ে এবং নমিনেশন তুলে নিতে বাধ্য করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় সুনিশ্চিত করেছে, সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক। এই ঘটনা পুনরায় প্রমাণ করছে মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত ও বামপন্থার আদর্শচ্যুত সি পি এমের গদিসর্বস্ব রাজনীতি অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই 'জনগণের স্বাধীনভাবে নির্বাচনে দাঁড়াবার ও ভোটদানের অধিকার' এবং 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ' ইত্যাদি পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসির বহু-বিঘোষিত নীতিকে প্রহসনে পরিণত করেছে। আজ সি পি এম অন্য বুর্জোয়া দলগুলির মতই জনগণের আন্দোলন দমনে শুধু নৃশংসতাই নয়, জনগণের ন্যূনতম অধিকার, ভোটদানের সুযোগ হরণেও অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এটা পরিষ্কার যে, সি পি এমের শক্তির উৎস আজ আর জনগণ, জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণআন্দোলন নয়, তার উৎস অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই পেশী, অর্থ ও প্রশাসনিক শক্তি। এই শক্তির জোরেই আজ সি পি এম পঞ্চায়েতগুলিকে করায়ত্ত করছে। এভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ রুদ্ধ করে এবং বিরোধী দলগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সি পি এম যেভাবে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'বিপুল সাফল্য' দেখাতে চলেছে, সেটা যে কত লজ্জাজনক ও প্রকৃত পরাজয়ের সামিল,

দুয়ের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই-এর প্রচার মিছিলে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সি পি এম গুণ্ডাবাহিনীর হামলা

কুলতলির ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের সাতকড়ি কলোনিতে গত ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের সমর্থনে একটি প্রচার মিছিল হচ্ছিল। অতর্কিতে সি পি এম গুণ্ডাবাহিনী ঐ মিছিলে হামলা করে, মহিলা সহ কয়েকজন কর্মী আহত হন। ক্যাম্পের পুলিশের মদত না থাকলে, এই হামলা ঘটতে পারত না।

পুলিশ ক্যাম্পের এই ভূমিকার প্রতিবাদে ২৮

দুয়ের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিলের আহ্বান

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই পথ দেখাতে পারে

এস ইউ সি আই-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পালিত হয়েছে। ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা দিবসে সর্বত্র দলীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শিবদাস ঘোষ ব্যাজ পরিধান ও সভা-সমাবেশ ছিল এই কর্মসূচির অঙ্গ। কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিল সেন।

এ বছর পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় সমাবেশের পরিবর্তে জেলাভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতা জেলা কমিটির আহবানে সভা হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটি ও কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিশ্বের জনগণের অংশ হিসাবেই আমরা গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ, ক্রোধ ও ব্যথা-বেদনার সাথে দেখলাম কীভাবে আমেরিকা ও ব্রিটেনের শাসকরা তাদের দেশের জনমত, বিশ্বের জনমত, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত — সবকিছু অগ্রাহ্য করে ইরাকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করল। এজন্য একটা মিথ্যা অজুহাত খাড়া করল যে, ইরাকের হাতে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্র আছে, যা আমেরিকার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এই অজুহাতে কেবল ইরাক নয়, যেকোন দেশেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ চালাতে পারে। ২০০২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় নিরাপত্তার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা ঘোষণায় বলেছিল, বিশ্বের যেকোন স্থানে যেকোন দেশকে যদি আমেরিকা তার স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে, তবে সেখানে সে সামরিক অভিযান চালাবে। এরকম ঘোষণা হিটলারও করেনি, মুসোলিনিও করেনি। এই হুমকির অর্থ — হয় আমার পায়ের তলায় বশ্যতা স্বীকার করো, না হয় তোমাকে ধ্বংস করবো। আমেরিকা এটা শুধু ইরাকের জন্যই বলেছে তা নয়। ইরাকেই আমেরিকা থামবে না। ইরাকে তেল লুণ্ঠনের জন্য গেছে একথা ঠিক,

২৪ এপ্রিল সকালে কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে পতাকা উত্তোলন করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন

কিন্তু যে দেশে তেল নেই সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ চালাবে না — এটা ভাবা ঠিক নয়। ইরাক দখলের পর সে যে সিরিয়াকে হুমকি দিয়েছে, ইরানকে হুমকি দিচ্ছে, এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অথচ এবার বিশ্বের দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, অভূতপূর্ব প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিল। ইতিপূর্বে বহু যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন আমরা দেখেছি, কিন্তু এবারের আন্দোলন সমস্ত পুরনো ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। তবুও ইরাক আক্রমণ বন্ধ করা যায়নি। কেন? তবে কি সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবে আক্রমণ চালাতেই থাকবে? অস্ত্রের জোরে দেশে দেশে লুণ্ঠন চালাবে, দেশ দখল করে নেবে? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দিতে পারে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা।

তিনি বলেন, তেলের প্রয়োজনেই শুধু আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেছে, অথবা বুশ ও ব্লেয়ার যুদ্ধ পাগল, বিষয়টা এরকম নয়। এগুলো এভাবে দেখাটা ভাসাভাসা দেখা। বাস্তব কারণটা রয়েছে অন্যত্র। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে গিয়ে সমস্ত প্রচারমাধ্যমে যে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির জয়গান করা হয়েছিল, সেই

পাঁচের পাতায় দেখুন

ভোটে দাঁড়াবার ও ভোট দেওয়ার মৌলিক অধিকারকেই সি পি এম কেড়ে নিল

একের পাতার পর

সেটা বোঝার মত বোধটুকুও ক্ষমতামদমত্ত সি পি এম নেতৃত্বের আজ আর নেই। আর এভাবেই সি পি এম এই রাজ্যে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করে দক্ষিণপন্থী তৃণমূল, কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বি জে পি'র প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

যেভাবেই হোক পঞ্চায়েত দখলের পিছনে সি পি এম নেতৃত্বের বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে ফয়দা তোলার স্বার্থও কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই সি পি এম গ্রামাঞ্চলেও রাজনীতির ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়ে গ্রামীণ জীবনকেও বিপন্ন করে তুলছে। পঞ্চায়েত দখলের জন্য তারা গ্রামাঞ্চলে যেভাবে মাফিয়া-রাজত্ব কায়েম করেছে, তার পরিণতিও আগামী দিনে আরও ভয়ঙ্কর হবে। ইতিমধ্যেই এর ফলে রাজ্যে খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি-ছিনতাই ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। আগামী দিনে এইগুলি আরও ভয়াবহভাবে বাড়বে।

অন্যদিকে সিপিএমের সন্ত্রাস, জবরদস্তি, বিরোধীপক্ষকে গায়ের জোরে নির্বাচনে দাঁড়াতে না দেওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি যে চীৎকার করছে এবং কেউ কেউ কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত দাবি করছে, তারাও কিন্তু যে যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সেখানে একই খুন-সন্ত্রাস-কারচুপি করে ভোট করছে। এর সর্বশেষ নজির গুজরাট। গোটা ভারতবর্ষ যা দেখে শিউরে উঠেছে সেই ভয়াবহ সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক গণহত্যা চালিয়ে সেখানে বিজেপি'র নরেন্দ্র মোদী পুনর্বার ক্ষমতাসীন হয়েছে। অথচ যে তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে সি পি এমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা কিন্তু সেদিন বিজেপি'র সামান্যতম সমালোচনা দূরে থাকুক বরং নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচনে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে। আসলে এরা কেউই প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসবিরোধী নয়। এরা প্রত্যেকেই শোষকশ্রেণীর দল এবং প্রত্যেকেই একই দোষে দুষ্ট। ক্ষমতায় না থাকলে এরা পরবর্তী নির্বাচনে ফয়দা তোলার জন্য ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতা করে, আবার ক্ষমতায় থাকলে একই আচরণ করে।

সি পি এম সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে প্রচারমাধ্যমে প্রচার করছে, তাদের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত রাজ এত উন্নয়ন ঘটিয়েছে যে শুধু এদেশে কেন, বিদেশের কাছেও তা নাকি অত্যন্ত বিস্ময়কর। সম্ভবত এই 'বিস্ময়কর উন্নয়নে'র জন্যই সি পি এম নেতৃত্ব ভরসা করতে পারেননি যে গ্রামাঞ্চলের জনগণের ভোটে তাঁরা জিততে পারেন। তাই বেশ কয়েক হাজার আসনে 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়' তাঁরা সুনিশ্চিত করেছেন এবং বাকি অধিকাংশ আসনেও যে একইভাবে তাঁদের 'জয়' অর্জিত হবে এটা সুনিশ্চিত। অন্যদিকে বহুল প্রচারিত এই 'বিস্ময়কর উন্নয়নে'র চিত্র কি ?

তৃণমূল সমর্থিত কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার উভয়েই স্থির করেছে, কেউ দৈনিক ৯ টাকা ১৫ পয়সা আয় করলেই তাকে গরিব বলে গণ্য করা হবে না এবং বি-পি-এল তালিকায় তার নাম তোলা হবে না। ফলে বিপুল সংখ্যায় গরিব মানুষ বি পি এল তালিকার বাইরে থেকে যাবে। অথচ কে না জানে যে, এই আয়ে বর্তমানে একজন মানুষের একবেলা খাওয়া জোটানোও সম্ভব নয়। এর ওপর বি পি এল তালিকা নিয়ে চলছে যথেচ্ছ দুর্নীতি, দলবাজি ও স্বজনপোষণ। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই যাদের নাম বি পি এল তালিকায় ওঠার কথা, তাদের নয়, উঠছে এমনকি সি পি এমের সম্পন্ন পঞ্চায়েত প্রধানেরও নাম।

এ রাজ্যে সর্বশেষ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৬.৫৯% পরিবারে পানীয় জলের, ৭৯.৭৩% পরিবারে শৌচাগারের, ৬৯% পরিবারের নিকাশী ব্যবস্থা নেই। ১৯৮১ সালে খেতমজুরের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৮ লক্ষ, ২০০১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭৫ লক্ষেরও অধিক। খেতমজুররা বছরে কাজ পায় মাত্র ১১৪ দিন, আর মজুরি পায় সরকার ঘোষিত মজুরির থেকেও কম। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্পে '৯৫-'৯৬ সালে বরাদ্দ যেখানে ছিল ৫৪৩২ কোটি টাকা, আজ সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২০০০ কোটি টাকা। গত ১০ বছরে মধ্য ও নিম্নচাষির সংখ্যা কমেছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার এবং এদের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা। অবশ্য ধনী চাষির সংখ্যা একই আছে। আগে যেখানে সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় ৬ একর পর্যন্ত খাজনা মকুব ছিল, এখন নয়া খাজনা নীতিতে ফসলের চরিত্র নির্ধারণ করে খাজনা ঠিক হচ্ছে। আর আগে যেখানে একর প্রতি ৯ টাকা খাজনা ছিল সেখানে এখন বাড়িয়ে ২০ টাকা করা হচ্ছে। আগে যেখানে কৃষি জমি, অকৃষি জমি, অবাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমির শ্রেণী পরিবর্তন ইত্যাদির মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত পিছু ৭৫ পয়সা দিতে হত, এখন সেখানে দিতে হচ্ছে যথাক্রমে ১৩০ টাকা, ২০০ টাকা, ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা। এছাড়া আগে ফুলের বাগান, ফলের বাগান, বাঁশঝাড়, পানের বরজ, পুকুর ইত্যাদির জন্য কোন খাজনা ছিল না, শুধু ৫ টাকা সেস্ দিতে হত; এখন সেখানে খাজনা ও সেস্ বাবদ দিতে হবে ৫৬৪ টাকা।

এছাড়া হাজার হাজার গ্রামে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত নেই, অসংখ্য গ্রামে স্কুল ঘর নেই, শিক্ষক নেই। সর্বস্তরে যেভাবে শিক্ষার ব্যয় তারা বাড়িয়ে চলেছে, তাতে ধনীর সন্তান ছাড়া কারও শিক্ষার সুযোগ থাকছে না। এর উপর রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের স্কুলগুলিকে পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিচ্ছে। পঞ্চায়েত এজন্য জনগণের উপর কর চাপাবে ও সেই টাকায় স্কুল চালাবে। এমনিতেই রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পায়না, এদের মধ্যে গ্রামীণ জনগণই বেশি, এর উপর ইতিমধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার চার্জ বাড়ানো হয়েছে। এবার সরকার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকেও পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিচ্ছে, পঞ্চায়েত স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে নিয়ে ব্যবসা করবে। গ্রামেও যারা পয়সা দিতে পারবে, চিকিৎসার সুযোগ পাবে কেবল তারাই।

অত্যধিক কোর্ট ফি বাড়িয়ে আদালতে যাওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে কিশোর-যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের জন্য সরকার ও শাসক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে ব্যাপক চোলাই মদের কারবার, জুয়ার আড্ডা, ব্লু-ফিল্ম ও ক্যাবারে ডান্সের প্রদর্শন। এই হচ্ছে সি পি এমের বহুল বিজ্ঞাপিত গ্রামের 'বিস্ময়কর উন্নয়নে'র আংশিক চিত্র।

আজ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলও দেশি-বিদেশি পুঁজি এবং জোতদার-ব্যবসাদার-সুদখোর-মহাজনদের অবাধ লুণ্ঠনের ফলে শ্মশানে পরিণত। তাই প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ গরিব ছিন্নমূল হয়ে শহরের দিকে ছুটছে, ফুটপাথে-প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিচ্ছে, হাজার হাজার নারী ও শিশু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে স্বাভাবিকভাবেই শহরের মত গ্রামাঞ্চলও শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ফলে রাজনীতিও এখানে শ্রেণীবিভক্ত। একদিকে নাম ও ঝাণ্ডার যাই পার্থক্য থাকুক, শোষকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস ও বি জে পি। এরা কেউই শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, দেশি-বিদেশি পুঁজি ও জোতদার-ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে না, বরং এদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় বসে এদের হয়েই কাজ করে। এরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে শুধু কে কার জায়গায় গদিতে বসে ক্ষমতা ভোগ করতে এবং জনগণের ওপর শোষণ-পীড়ন চালিয়ে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ আরও দক্ষতার সাথে রক্ষা করতে পারে, তার জন্য। অন্যদিকে শোষিত জনগণের স্বার্থে লড়াই করে যাচ্ছে যথার্থ মার্কসবাদী দল এস ইউ সি আই। এই রাজ্যে প্রকৃত বিরোধী রাজনীতি ও গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করে চলেছে সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই। তাই ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে কোন্দল যাই থাকুক, যেখানেই সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আইয়ের শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে, যেখানেই এই দলের নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, সেখানেই এস ইউ সি আইয়ের বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সি পি এম-তৃণমূল-কংগ্রেস-বি জে পি মহাজোট গঠন করছে। এবারেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়নগর ও কুলতলি কেন্দ্রের প্রায় সব আসনে এবং রাজ্যের অন্যত্রও এটা ঘটছে।

বি জে পি, কংগ্রেস ও তৃণমূলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সি পি এমও তারস্বরে প্রচার করছে যে, পঞ্চায়েতী রাজতন্ত্রের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে জনগণকে ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলি ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কাজ করছে। আমরা মনে করি, এইগুলি গ্রামের গরিব মানুষকে ঠকানোর বুর্জোয়া ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে

চারের পাতায় দেখুন

ক্যাম্পের পুলিশকে নিয়ে সি পি এম গুণ্ডাবাহিনীর হামলা

একের পাতার পর

এপ্রিল স্থানীয় মানুষ এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে ঐ ক্যাম্পে ডেপুটেশন দিতে যায়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনিরুদ্ধ হালদারের নেতৃত্বে শতাধিক মানুষ ক্যাম্পের সামনে পৌঁছালে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র সি পি এম বাহিনী পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ঐ শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশনে লাঠি-রড-টাঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালায়। মহিলা সহ ১৪ জন এস ইউ সি আই কর্মী গুরুতর আহত হয় এবং তাদের নিমপীঠ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এদের মধ্যে কমরেড রাখাল মণ্ডলের মাথায় আঘাত বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত প্রার্থী কমরেড সুধীর বৈদ্য আহত হয়েছেন এবং তাঁর স্ত্রী দুর্গা বৈদ্য গুরুতর আহত হয়েছেন। অপর এক প্রার্থী কমরেড শ্রীনিবাসের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কমরেড অনিরুদ্ধকে হত্যার ষড়যন্ত্র সি পি এম বহুদিন ধরেই চালাচ্ছে। এখানেও তাকে টার্গেট করা হয়েছিল, অন্যান্য কমরেডেরা তাকে রক্ষা করেন। উল্লেখ্য যে, এই সাতকড়ি কলোনিতেই এবং এই পুলিশ ক্যাম্পের মদতেই সি পি এম ঘাতকবাহিনী ১৯৯৭ সালের ২৫ মার্চ, পাঁচজন এস ইউ সি আই কর্মীকে গুম করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, সি পি এমের হামলা ও আক্রমণ তত ভয়াবহভাবে বাড়ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত হবে।

এই অবস্থায় রাজ্যজুড়ে সি পি এমের খুন-সন্ত্রাস, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি, নির্বাচনী প্রচারকার্যে বাধা দান, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে ৩০ এপ্রিল এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে 'সারা বাংলা সন্ত্রাস বিরোধী দিবস' পালন করা হয়েছে এবং দাবি তোলা হয়েছে — পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে, শাসক সি পি এমের আজ্ঞাবহে পরিণত করা চলবে না, কঠোর হস্তে সমস্ত প্রকার হামলা ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

গুরুতর আহত কমরেড দুর্গা বৈদ্য

আহত সত্তরোর্ধ্ব কমরেড সুবীর বৈদ্য

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে ২৪ এপ্রিল উদ্‌যাপিত

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আইয়ের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস সিংভূম জেলার ঘাটশিলাস্থিত 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষা কেন্দ্রে' যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়।

ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র-যুব-মহিলা-আদিবাসী সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপ উপেক্ষা করে দুপুর থেকেই ঘাটশিলা স্টেশন চত্বরে জমায়েত হয়। সেখান থেকে এক বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে শিক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছুলে সেখানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। সভাপতিত্ব করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, পার্টির নাম কিংবা ঝাণ্ডার রঙ বিভিন্ন থাকলেও মূলত পার্টি দুই প্রকারের। একদিকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী সংসদীয় দল ও অপরদিকে মজুরশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী বিপ্লবী দল। একটি সত্যিকারের সর্বহারা শ্রেণীর দল ছাড়া কোন দেশেই বিপ্লব সমাধা করা যায় না — মার্কসবাদের এই শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ তিল তিল করে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বুকে সত্যিকারের সর্বহারা শ্রেণীর দল এস ইউ সি আইকে গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে লেনিনীয় মডেলে পার্টি গঠন করতে গিয়ে তিনি পার্টি গঠন সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণাকে এক উন্নত ও নতুন স্তরে পৌঁছে দেন। কমরেড ধর বলেন, পশ্চিমবাংলার এক প্রান্তে একদিন যে পার্টি কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে জন্ম নিয়েছিল আজ তা ভারতবর্ষের ২০টি রাজ্যে বিস্তৃত। মহান নেতার শিক্ষাকে হাতিয়ার করে জনগণের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে পার্টি একের পর এক গণআন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। যেখানে ভারতবর্ষে সি পি এম, সি পি আই সহ তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি সংসদীয় ক্ষমতার ভাগ পেতে শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলেছে সেখানে একমাত্র এস ইউ সি আই সর্বহারা বিপ্লবের লক্ষ্যে মানুষকে সংগঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের কাছে এক উল্লেখযোগ্য দিন হচ্ছে ২৪শে এপ্রিল, যে দিনটিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালে এস ইউ সি আই দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলটিকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই একমাত্র ভারতবর্ষে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হতে পারে।

ইরাকের ওপর আমেরিকা ও ব্রিটেনের একতরফা যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজবাদের পতনের ফলেই এ কাজ সাম্রাজ্যবাদীরা করতে পেরেছে। তবুও এবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী, এমনকি আমেরিকা ও বৃটেনেও যে তীব্র জনমত প্রতিফলিত হয়েছে তা নজিরবিহীন। কিন্তু এই বিক্ষোভগুলি ছিল মূলত অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন। যদি যুদ্ধবিরোধী মানুষের এই বিশাল বিক্ষোভগুলিকে সংগঠিত রূপ দেওয়া যেত ও সংযোজিত করা যেত তাহলে এভাবে জনমতকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমেরিকা-ব্রিটেনের পক্ষে সহজ হত না। এই সম্ভাবনার কথা বিশ্লেষণ করেই আমাদের দলের নেতৃত্বে ১৯৯৫ সালে কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও সেখান থেকে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলা হয়। ঐ সম্মেলন থেকে দুনিয়ার প্রতিটি দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলে জনগণকে তার পতাকাতলে সংগঠিত করা ও বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চগুলিকে সংযোজিত করে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়, যার অভ্যন্তরে কমিউনিস্টরা মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে। আমাদের ঐ বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব যে কত অভ্রান্ত ছিল তা এবারের যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে।

(উপরে) বক্তব্য রাখছেন কমরেড রণজিৎ ধর, মঞ্চে উপবিষ্ট ঝাড়খণ্ড রাজ্য পার্টি নেতৃবৃন্দ। (নিচে) জনসমাবেশের একাংশ

সর্বশেষে কমরেড ধর বলেন, একমাত্র দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানোর মধ্য দিয়েই যুদ্ধকে ও সর্বপ্রকার শোষণকে চিরতরে বন্ধ করা সম্ভব।

এদিন সকালে শিক্ষাকেন্দ্রে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড হেম চক্রবর্তী, কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন কমরেড হেম চক্রবর্তী ও শিক্ষাকেন্দ্রের পক্ষে কমরেড মলয় বোস।

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে

হুগলি জেলায় বিক্ষোভ

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির ডাকে বেআইনিভাবে অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি চার্জ আদায়, লাইন কাটার হুমকি, খারাপ মিটার না পাল্টানো, খারাপ মিটারের বেআইনিভাবে ভাড়া আদায় ইত্যাদি বন্ধ করা সহ ৯ দফা দাবিতে গত ১৭ এপ্রিল চুঁচুড়ার তালডাঙায় সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অফিসে সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকের বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২ মাস ধরে হুগলির পাণ্ডুয়া, পুরশুড়া, পোলবা, মগরা, বাঁশবেড়িয়া, চাঁপাডাঙা, দাদপুর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, ধনেখালি, তারকেশ্বর, মশাট, বেগমপুর, চণ্ডীতলা, চুঁচুড়া, রাজবলহাট গ্রুপ সাপ্লাই অফিসে শত শত বিদ্যুৎ গ্রাহকের বিক্ষোভ-ডেপুটেশন চলেছে। দুপুরে খাদিনা মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল এস ই অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। আগে থেকে চিঠি দিয়ে জানানো সত্ত্বেও এস ই না থাকায় উপস্থিত গ্রাহকরা তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েন। তাঁরা অফিসে ঢুকে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেন। চুঁচুড়া থানার ও সি পুলিশবাহিনী সহ কার্যত বন্দী হয়ে পড়েন। এস ই-র অনুপস্থিতিতে ডি ই এবং থানার ও সি-র অনুরোধে নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্য কমিটির পক্ষে অনুকূল ভদ্র, জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, মহাদেব কোলে, কমলকৃষ্ণ মল্লিক, মণিমোহন ঘোষ, ডাঃ মলয় চক্রবর্তী, মানিক বাইরি সহ হুগলি জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এরপর উপস্থিত হাজার হাজার গ্রাহক মিছিল করে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে নির্দিষ্ট সভায় যোগদান করেন। এই সভায় অনুকূল ভদ্র, মহাদেব কোলে, মণিমোহন ঘোষ, প্রদ্যোৎ চৌধুরী, ব্রজকিশোর আঢ্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক সনৎ রায় চৌধুরী। সভা থেকে ঘোষণা করা হয় বিদ্যুৎ পর্ষদ কোনরকম জবরদস্তি লাইনকাটার চেষ্টা করলেই অনির্দিষ্টকাল ক্ষুদ্রশিল্প ধর্মঘট হবে। প্রয়োজনে জেলায় সাধারণ ধর্মঘট এবং আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

বৃত্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে গত ২১ এপ্রিল ঘোষণা করা হয়। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। পাশের হার ৬৫.৯৩ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৫.৪৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে ২৮.৪৪ শতাংশ এবং সাধারণভাবে ১২.০৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। এবার তুলনামূলকভাবে পাশের হার কিছুটা বেড়েছে।

বৃত্তি পরীক্ষায় এ'বছর প্রথম স্থান অধিকার করেছে হুগলী জেলার স্বামী প্রেমানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রী সুচন্দা বসু।

পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস-ভূগোল ও গণিতে পাশের হার প্রায় সমান। যথাক্রমে ৭৯.৩৭ ও ৭৯.০৫ শতাংশ। সবচেয়ে ভাল পাশের হার ইংরাজীতে — ৮৮.৩৬ শতাংশ। বিজ্ঞানে পাশের হার ৮৭.৪০ শতাংশ এবং মাতৃভাষায় ৭৭.৭৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

পর্ষদ দপ্তর থেকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে মার্কশীট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজ্য পর্যায়ে ৫০ জন ও জেলা পর্যায়ে ৪৫০ জনকে (মোট ৫০০ জনকে) বৃত্তি দেওয়া হবে। অর্থের পরিমাণ ছাত্রপিছু এক বছরের জন্য যথাক্রমে ১২০০ টাকা ও ৬০০ টাকা। আগামী ১ জুন কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এদের হাতে বৃত্তির অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত ভাষা ও শিক্ষানীতিকে প্রতিরোধ করে শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে ১২ বছর যাবৎ বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম বছর ২০ হাজার পরীক্ষার্থী দিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয় — যা বর্তমান বছরে প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরীক্ষার জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে শাসকদলের অনুগামী বহু মানুষও এই পরীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। রাজ্য সরকার বৃত্তি পরীক্ষার দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে বহির্মূল্যায়নের নামে সম্পূর্ণ অবাস্তব অকার্যকরী একটি পরীক্ষার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে।

পর্ষদ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষার ফলে সরকারের নীতিতে ধ্বসে যাওয়া শিক্ষার মানকে কিছুটা প্রতিরোধ করে একে উন্নত করার চেষ্টা আংশিক সফলও হয়েছে। এতে রাজ্যের ব্যাপক অংশের শিক্ষক সমাজ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাড়া দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-যুবকরা নিঃস্বার্থভাবে ফ্রি-কোচিং ক্লাস চালাচ্ছেন। দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ সরকারি নীতিকে পরোয়া না করে সুষ্ঠুভাবে এত বড় একটি পরীক্ষা পরিচালনা এক কথায় স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ঐতিহাসিক।

এই পরীক্ষার প্রতি সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য পর্ষদ কর্তৃপক্ষ সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী-র ৫৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যার (২৫ এপ্রিল, ০৩) তিনের পাতায় 'বিদ্যুৎ পর্ষদকে বেসরকারি করতে চলেছে রাজ্য সরকার' শীর্ষক প্রতিবেদনে দ্বিতীয় কলমের ১৫ থেকে ১৮ লাইনে প্রকাশিত হয়েছেঃ 'পুরুলিয়া পাম্প ..... হাইডেল কর্পোরেশন হয়েছে।' প্রকৃত তথ্য হল ঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পূর্বতন সচিব রাজীব দুবে খুব শীঘ্রই কর্পোরেশন হবে বলে সার্কুলার জারি করেছেন। তা এখনও গঠিত হয়নি। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। — সম্পাদক, গণদাবী

সি পি এম বামপন্থাকে কলঙ্কিত করল

দুয়ের পাতার পর

গ্রামাঞ্চলের জনগণ কি ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করছে তার নমুনা এবারও এ রাজ্যে দেখা যাচ্ছে, অন্য রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া, পঞ্চায়েত সরকারি আইনে ও সরকারি নির্দেশে সরকারি দপ্তরের মতই আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে, প্রয়োজনে নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে বাতিল করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগের ক্ষমতাও সরকারের আছে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রয়োজনে যে কাজগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের করার কথা, সেগুলি পঞ্চায়েতকে দিয়ে করানো হয়। ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নয়, বরং পঞ্চায়েতগুলিকে রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যত অঙ্গ করে ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূতই করা হচ্ছে।

অন্যদিকে গ্রামীণ জনগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাদের পথের ভিখারি বানিয়ে তাদের ক্ষোভকে স্তিমিত করার ষড়যন্ত্রেরই অন্যতম নাম হচ্ছে পঞ্চায়েতের বহু-বিঘোষিত ‘কল্যাণমূলক স্কিম’। যেমন আগেকার দিনে জমিদাররা মাঝে মাঝে কাঙালি ভোজনের আয়োজন করত, তেমনি এখনকার রাজা বাদশারাও দান-খয়রাতের মত গ্রামীণ উন্নয়নের নামে কিছু কিছু আর্থিক বরাদ্দ করছে, যার পরিমাণও ক্রমশই কমানো হচ্ছে এবং তারও অধিকাংশই আসার পথে ও বন্টনের সময় স্তরে স্তরে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সরকারি দল-জোতদার-ব্যবসাদার-কন্ট্রাক্টর-সুদখোর-মহাজন-সরকারি আমলা ও পুলিশ-প্রশাসন এবং ক্রিমিন্যালদের এক দুষ্ট চক্র।

এটাও প্রচার করা হচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলে শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামের প্রয়োজন নেই, পঞ্চায়েতই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। এভাবে গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর ও গরিব চাষিদের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার হাতিয়ার হিসাবে পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আগে গরিব চাষি খেতে পেতনা, কিন্তু লড়াই করত। সেই গ্রামীণ চাষিদের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কিছু পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে চরম সুবিধাবাদীতে পরিণত করা হচ্ছে, চুরি-দুর্নীতি ও লোভের চোরাগলিতে ঢুকিয়ে তাদের সংগ্রামী চরিত্রকে, মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, মূল্যবোধহীনতা, ভোগবাদ, সুবিধাবাদ, দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্র গ্রামীণ জীবনকে কলুষিত করছে এবং অতীতের যতটুকু সরলতা, সততা ও মূল্যবোধের অবশিষ্টাংশ তাদের মধ্যে ছিল তাকেও ধ্বংস করছে।

জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে সি পি এম যেভাবে হরণ করছে, যেভাবে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের দাঁড়াবার ন্যূনতম অধিকার পর্যন্ত তারা কেড়ে নিয়েছে আমরা মনে করি, কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা তা রোধ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংবিধানের ৩৫৫ ও ৩৫৬ নং ধারা প্রয়োগ করে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা ইতিপূর্বেও কখনই এ ধরনের কাজকে সমর্থন করিনি, বর্তমানেও আমরা এর বিরোধী। আমরা মনে করি, একটা অগণতান্ত্রিক কাজকে অপর একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিহত করা যায় না। তাছাড়া যে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে এই স্বৈরাচারী ধারা প্রয়োগের দাবি তোলা হচ্ছে, সেই সরকারের প্রধান দল বিজেপি আরও অনেক বেশি স্বৈরাচারি দোষে দুষ্ট। যে চরম নৃশংসতা, সাম্প্রদায়িক বীভৎস গণহত্যা ও সন্ত্রাসের পথে হেঁটে বিজেপি গুজরাট নির্বাচনে জয়ী হয়েছে, সেই বিজেপি’র কাছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার আশা একমাত্র চরম অজ্ঞ নতুবা শয়তানেরাই করতে পারে। এই প্রক্রিয়া বরং বিজেপি’র স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়াবহ বিপদকেই টেনে আনবে।

এই অবস্থাকে প্রতিহত করার একমাত্র সঠিক পথ হচ্ছে জনগণের সচেতন সংগঠিত প্রতিরোধ। জনগণই পারে সংঘবদ্ধভাবে সাহসের সাথে এই সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে। একমাত্র খেতমজুর, গরিব চাষি ও মধ্যচাষির সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত আন্দোলনের শক্তিই সি পি এমের অগণতান্ত্রিক কাজকর্মকে প্রতিহত করতে ও গ্রামীণ দুষ্টচক্রকে ভাঙতে পারে।

সর্বোপরি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এ বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে, সর্বহারা বিপ্লবী আদর্শ ও উন্নত নৈতিকতায় বলীয়ান গণআন্দোলনের প্রতিনিধিদের দ্বারা পঞ্চায়েত পরিচালিত না করতে পারলে, পঞ্চায়েতের বাইরে গণআন্দোলনের চাপ না রাখলে এবং প্রয়োজনে দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনবিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের পদত্যাগ করতে বাধ্য না করলে পঞ্চায়েতকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং পঞ্চায়েতের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে জনস্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই এস ইউ সি আই পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি চলে। এর জন্য প্রয়োজন সকল গ্রামে গণকমিটি গঠন এবং সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ।

বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম, তৃণমূল-বি জে পি জোট ও কংগ্রেস সকলেই শোষকশ্রেণী ও কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধি এবং গণআন্দোলন বিরোধী শক্তি। ওদের লড়াই নিছক পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই নয়। অন্যদিকে, গ্রামীণ গরিব ও মধ্য চাষি এবং খেতমজুরদের স্বার্থে সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই যেমন গ্রামাঞ্চলেও একের পর এক আন্দোলন করে যাচ্ছে, তেমনি গণআন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়েই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে। তাই পঞ্চায়েতগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করা, পঞ্চায়েতের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে গরিব মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা এবং গণআন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করার স্বার্থে আগামী নির্বাচনে সি পি এম, তৃণমূল-বি জে পি জোট ও কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাস্ত করে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থী

	গ্রাম পঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ
বীরভূম	১৩১	২১	১২
বর্ধমান	৪৮	৯	৪
বাঁকুড়া	৪৯	১৯	৬
কোচবিহার	২০২	১৯	৭
হাওড়া	১২	—	২
হুগলি	২২	৩	১
জলপাইগুড়ি	১৩৬	২২	৭
মালদহ	২৩	২	২
মুর্শিদাবাদ	৪২৫	৭৯	২৯
মেদিনীপুর পূঃ	৩৩০	৭৮	১৭
মেদিনীপুর পঃ	১০৩	২৩	১৩
উঃ ২৪ পরগণা	৯০	২০	১৩
নদীয়া	৮৬	১৩	৮
পুরুলিয়া	২১৩	৪১	১৬
উঃ দিনাজপুর	১৩	২	১
দঃ দিনাজপুর	১০	১	—
দঃ ২৪ পরগণা	৭২০	১৫৮	৩০
মোট	২৬১৩	৫১০	১৬৮

হুমকি দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানো হয়েছে

পূর্ব মেদিনীপুর

সুতাহাটা ঃ দেউলপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ জন ও পঞ্চায়েত সমিতিতে ১ জনকে সি পি এম চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে।

কাঁথি ১নং ব্লক ঃ প্রার্থীর বাড়ির লোকজনদের উপর চাপ দিয়ে ৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সি পি এম প্রত্যাহার করিয়েছে।

মহিষাদল ব্লক ঃ অমৃতবেড়্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরীতে সি পি এম-এর চাপে ১ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন।

হাওড়া

বাগনান ঃ খাদিনানে ১ জনকে সি পি এম ও ১ জনকে তৃণমূল চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে।

হুগলি

হরিপাল ঃ কিংকরবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতে রবীন রায়, রীনা রায় ও যূথিকা পালকে এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে চৈতালী সিংহকে সি পি এম চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে।

বন্দীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আনন্দ দাসকে সি পি এম চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে।

বীরভূম

সিউড়ি ঃ মুড়োমাঠে সমর্থকের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে।

মহম্মদবাজার ঃ উসকে এবং হেড়ুকী অঞ্চলে ভয় দেখাচ্ছে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য।

বোলপুর ঃ বরডিহা গ্রামে ভয় দেখাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ

ডোমকল ঃ আজিমগঞ্জ গোলা-১৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী ফিরদৌস আলিকে সি পি এম হুমকি দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা মাত্র ৮ ভোটে হেরেছিলাম।

পঞ্চায়েত সমিতির ৮ নং আসনের প্রার্থী আলাউদ্দিন আনসারিকে (রমনা এদ্‌বার নগর) সি পি এম সাজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হুমকি দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে।

বাঁকুড়া

সদর থানা ঃ থিকনা অঞ্চলে ভয় দেখাচ্ছে নাম প্রত্যাহারের জন্য। জগন্নাথবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতে কালীপদ কাপড়িকে নাম প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিচ্ছে।

কোচবিহার

তুফানগঞ্জ ঃ বলরামপুর, বক্সিরহাট, দেউচড়াই গ্রামের প্রার্থীদের সি পি এম হুমকি দিচ্ছে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য।

উত্তর ২৪ পরগণা

বসিরহাট ঃ ইটিণ্ডা পানিতর পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী বৈদ্যনাথ দাসকে ভয় দেখাচ্ছে নাম প্রত্যাহারের জন্য।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কুলতলি ঃ মৈপীঠে রাম পাঞ্জাকে সি পি এম ভয় দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়েছে।

জয়নগর ঃ বেলে দুর্গানগরে যমুনা বৈদ্যকে সি পি এম ভয় দেখিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিয়েছে।

ভোটের আগে দঃ২৪ পরগণার নিম্নলিখিত এস ইউ সি আই নেতা ও সংগঠকদের হত্যা করার জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযোগ, এ বিষয়ে যাদবপুর স্টেডিয়ামে বসে পরিকল্পনা করা হয়েছে মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলির নেতৃত্বে।

কমরেড নন্দ কুণ্ডু — জয়নগর, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য

কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার — কুলতলি, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতর প্রাক্তন সভাপতি

কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার — কুলতলি, জেলা কমিটির সদস্য ও চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান

কমরেড প্রকাশ মাইতি — কুলতলি, ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের বিশিষ্ট সংগঠক

কমরেড আনসার সেখ — কুলতলি, জেলা পরিষদ সদস্য

কমরেড অজয় সাহা — জয়নগর, জেলা কমিটির সদস্য ও জয়নগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

কমরেড সুবর্ণ সরদার — জয়নগর, বিশিষ্ট সংগঠক

কমরেড গোবিন্দ হালদার — জয়নগর, জেলা কমিটির সদস্য ও জয়নগর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

কমরেড গুণসিন্ধু হালদার — মথুরাপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, রাধাকান্তপুর

কমরেড দিবাকর নস্কর — মথুরাপুর, বিশিষ্ট সংগঠক

কমরেড ওহাব মোল্লা — মথুরাপুর, বিশিষ্ট সংগঠক

মার্কিন যুদ্ধ হুমকি তার অর্থনৈতিক সংকটেরই প্রতিফলন

একের পাতার পর

বাজার অর্থনীতির সংকটই আমেরিকাকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেছে এবং বারবার নিয়ে যাবে। এ সত্যটা যদি আপনারা বুঝতে না পারেন, তবে যুদ্ধের হাত থেকে, ধ্বংসের হাত থেকে বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা যাবে না। বহুদিন আগে মহান লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদের বিকাশের দুটি স্তর। একটা একচেটিয়া পুঁজি আসার আগের স্তর, যখন পুঁজিপতিদের মধ্যে ছিল অবাধ প্রতিযোগিতা। এর পরের স্তর একচেটিয়া পুঁজির স্তর, যখন সমগ্র বাজারের ওপর একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে, অবাধ প্রতিযোগিতার সেই অবস্থা আর নেই। একচেটিয়া পুঁজির তীব্র শোষণের ফলে বাজার অর্থনীতির বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যায়। খদ্দের

প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় ভাষণ দিচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

নেই, ক্রেতা নেই, জীবনের চাহিদা আছে কিন্তু বাজারের চাহিদা নেই। এই সংকট থেকেই একচেটিয়া পুঁজি বাইরের বাজারে হাত বাড়ায়। অন্য দেশে লগ্নি পুঁজি রপ্তানি করে, সস্তা কাঁচামাল, সস্তা শ্রমশক্তি লুঠ করতে যায়। এরই জন্য অন্য দেশ দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করা। আজ চলছে নয়া উপনিবেশবাদ। অর্থাৎ সরাসরি একটা দেশ দখল করে উপনিবেশ বানিয়ে শাসন-শোষণের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির জালে একটা দেশের অর্থনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা।

ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যে বিশ্বের সমস্ত দেশকে হুমকি দিচ্ছে এটা তার তীব্র অর্থনৈতিক সংকটেরই প্রতিফলন। মার্কিন অর্থনীতি যাকে বিশ্বের বাজার অর্থনীতির ইঞ্জিন বলা হয়, সেই ইঞ্জিনের চাকা গর্তে আটকে গেছে। সে নিজেই আর চলতে পারছে না, অন্য দেশের অর্থনীতিকে সে কি চালাবে ! মার্কিন অর্থনীতি আজ প্রচণ্ড সংকটগ্রস্ত। কয়েক বছর ধরে এ জিনিস চলছে। গত দশ বছরে এক কোটি দশ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, তিন মাসে ছাঁটাই হয়েছে চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক। যে মার্কিন দেশ অন্য দেশকে ধার দিত সে নিজে আজ চরম ঋণগ্রস্ত। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে তার ব্যাপক ঘাটতি। এক সময়ে সোনার পরিবর্তে ডলার এসেছিল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ডলারই বিশ্ব অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থানে ছিল। এখন সেই ডলার নেমে গেছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এসে গেছে ইউরোপিয়ান মুদ্রা 'ইউরো'।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের যে অবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হয়েছিল, আজকের অবস্থা তার থেকেও ভয়ঙ্কর। আগে বাজার অর্থনীতিতে তেজি ও মন্দা ঘুরে ফিরে আসতো-যেতো। প্রথম দিকে তেজি ভাব ছিল বেশি, তারপর ধীরে ধীরে মন্দা বাড়ল। এখনকার অবস্থা হচ্ছে আগাগোড়াই মন্দা। ওরা প্রায়ই বলে, মন্দা কাটবে, দুর্যোগ কাটবে। কিন্তু তা কাটছে না, বরং আরো বাড়ছে। এবং এটা কোন একটা দেশের পুঁজিবাদী বাজারের সংকট নয়, গোটা বিশ্বজুড়েই বাজারের সংকট। এই যে 'গ্লোবালাইজেশন' করা হল, তারও কারণ এখানেই। এই বিশ্বায়ন মানে বিশ্বের বাজার সাম্রাজ্যবাদীদের চাই। কোন দেশের জাতীয় বাজার বলতে আলাদা কিছু রাখবে না। জাতীয় বাজারের পাঁচিল ভেঙে দাও; মার্কিন পুঁজি, মার্কিন পণ্য অবাধে ঢুকবে এবং লুঠ করবে — এই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন। এরই স্বার্থে ডব্লু টি ও, বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ — এই সব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের হাতিয়ারগুলোকে সে ব্যবহার করে যাচ্ছে। এর দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলো। এমনকি কৃষিপণ্যের বিশ্ববাজার, যেখানে আগে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো খানিকটা বাণিজ্য করতে পারত, এখন আমেরিকা সেই বাজারকেও পুরোপুরি গ্রাস করেছে। এজন্য তারই নির্ধারণ করা ডব্লু টি ও-র নীতি সে মানেনি। অন্যান্য দেশকে ডব্লু টি ও'র শর্ত দেখিয়ে আমেরিকা হুমকি দেয়, ভর্তুকি দেওয়া চলবে না। অথচ মার্কিন কৃষিপণ্যে সে ব্যাপক ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন গম উৎপাদনে যা ব্যয়, তার ৪০% সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। চালে দিচ্ছে ২৯%, তুলায় দিচ্ছে ৫৫%। এভাবেই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় অন্য দেশকে হঠিয়ে দিয়ে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি বাজার গ্রাস করছে। বিশ্বায়নের নামে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে প্রতিবাদ উঠছে। অন্যদিকে আমেরিকার নিজের দেশের অভ্যন্তরে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট — বেকারি, ছাঁটাই। তার বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকার মধ্যেই বড় রকমের আন্দোলন-বিক্ষোভ চলছিলই। এই অবস্থায় একদিকে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করার জন্য, অন্যদিকে সংকটগ্রস্ত অর্থনীতিকে খানিকটা বাঁচাবার জন্য, খানিকটা বাজার সৃষ্টি করার জন্য তার এই ধরনের যুদ্ধ প্রয়োজন।

আরেকটা প্রয়োজনও তার আছে, যেটা মহান স্ট্যালিন দেখিয়েছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষও বহু আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছেন। সেটা হচ্ছে অর্থনীতির সামরিকীকরণ। অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের বাজার যখন সঙ্কুচিত তখন সামরিক পণ্যের বাজার সৃষ্টি কর, যুদ্ধের উত্তেজনা তৈরি করে যুদ্ধ বাজেট বাড়াও। তাহলে যেসব শিল্প অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে, তারা অর্ডার পাবে, সামরিক দপ্তরের সাথে যুক্ত শিল্পগুলোও অর্ডার পাবে। তার একটা বাজার তৈরি হবে, কলকারখানার বন্ধ চাকা খানিকটা ঘুরবে। এই বাড়তি যুদ্ধ-বাজেটের টাকা দেবে জনগণ — সেজন্য ট্যাক্স বাড়াও। জনগণ যাতে প্রতিবাদ না করে, সেজন্য দেশের মধ্যে যুদ্ধোন্মাদনা, উগ্র জাতিদম্ভের পরিবেশ তৈরি কর। আমেরিকার নিরাপত্তা বিপন্ন, জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন, ব্রিটেনও বিপন্ন — এইসব প্রচার চালিয়ে জনগণকে যুদ্ধের পক্ষে দাঁড় করিয়ে দাও। শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ টাকা ছাঁটাই করে, প্রয়োজনে বাড়তি নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে ওরা যুদ্ধ শিল্পকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। এই যে অর্থনীতিকে সামরিক উৎপাদনের ওপর দাঁড় করানো — এটা আজ তীব্র সংকটে জর্জরিত বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশেরও, ভারতবর্ষেরও, অর্থনীতির সামরিকীকরণ দরকার। পাকিস্তানেরও দরকার। তাই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এরা দুজনেই চায় না, বরং মাঝে মাঝে কাশ্মীর নিয়ে উত্তেজনা বাড়াতে চায়। নাহলে যুদ্ধ বাজেট বাড়াবে কী করে?

ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে একটা দিক আপনারা সকলেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। ইরাকের হাসপাতাল, ব্রীজ, বাড়ি, পথঘাট সব কিছু বোমা মেরে ধ্বংস করে দেওয়ার পর আমেরিকা-ব্রিটেন বলছে তারা ইরাকের পুনর্গঠন করবে। লক্ষ্য করুন — আগে destruction (ধ্বংস), তারপর reconstruction (পুনর্গঠন)। কারা পুনর্গঠন করবে, কোন্ কোন্ মার্কিন কোম্পানি কত টাকার অর্ডার পাবে ইরাক আক্রমণ করার আগেই আমেরিকা ঠিক করে ফেলেছিল। এই টাকা কে দেবে? ইরাকের তৈলখনি থেকেই টাকা তোলা হবে। অর্থাৎ আমার বাড়ি যারা ধ্বংস করল তারাই বলছে তুমি টাকা দাও, তোমার বাড়ি বানিয়ে দেবো। এই অর্ডার পাওয়া নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে আমেরিকার কিছু দ্বন্দ্ব বেধেছে। ইউরোপে কোণঠাসা হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার বুট জুতো বহন করে ভেবেছিল সে বেশকিছু অর্ডার পাবে। এখন ইরাক দখলের পর আমেরিকার সুর অন্যরকম। ফলে ব্রিটেন এখন আবার ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলছে, ইরাকের পুনর্গঠনের বিষয়টা রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে হোক, যাতে অন্যরাও কিছু অর্ডার পায়।

ইরাক দখলের পেছনে আমেরিকার আরেকটা লক্ষ্য হল সেখানে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি বানানো। মধ্যপ্রাচ্যে গণবিক্ষোভ চরমে। মার্কিন দালাল ইজরায়েলি শাসকদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টিনীয়রা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। সৌদি আরব, জর্ডন, মিশর — এইসব দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়করা আমেরিকার দালালি করায় এদের বিরুদ্ধে ঐ সব দেশের জনগণের প্রবল ক্ষোভ, যেটা এবার ইরাক আক্রমণকে কেন্দ্র করে ফেটে পড়েছিল। যে কোন সময় এইসব দালাল সরকারগুলোর বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারতো। ইরাককে কেন্দ্র করে আরব দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের উত্থানের যে ইঙ্গিত দেখা গেছে, আমেরিকা তাকে ভয় পায়।

ইরাকের জনগণ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন-ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, সেটাও লক্ষণীয়। ইরাকের মধ্যে শিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব ছিল, কুর্দদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছিল। সাদ্দাম হুসেনের শাসনও গণতান্ত্রিক শাসন ছিল না, সাদ্দাম দেশের অভ্যন্তরে বিরোধীদের মাথা তুলতে দেয়নি। তার বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি ইরাকি কমিউনিস্টদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ইরাকের জনগণ সকলেই এক হয়ে লড়ছে। খালি হাতে তারা লড়াই করেছে। দেশপ্রেম থেকেই এটা হয়েছে। এবং আমরা জানি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন ইরাকের ওপর তার দখল রাখতে পারবে না; স্বাধীনতাকামী জনগণ আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, আবার লড়াই করবে, এজন্য নেতৃত্ব খুঁজবে। এই দেশপ্রেমকে যথার্থ স্বাধীনতার লড়াইয়ে রূপ দিতে পারে একমাত্র মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ। যেজন্য ভিয়েতনামের মানুষ এটা পেরেছিল। ইরাকের চেয়েও ব্যাপক আক্রমণ মোকাবিলা করেছিল ভিয়েতনাম। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তারা লড়াই করেছিল। ইরাককেও সেই যোগ্যতা অর্জন করতে হলে মার্ক্সবাদী আদর্শ, মার্ক্সবাদী নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে হবে। তারাও নিশ্চয়ই সে পথে যাবে, প্রবল দেশাত্মবোধ তাদের সে পথে নিয়ে যাবে। এইসব সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখেই আমেরিকা ইরাকে যেমন একটা পুতুল সরকার বসাবে, তেমনি ইরাকে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটিও বানাবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকতো, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকতো এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি লেনিন-স্ট্যালিনের বৈপ্লবিক লাইন নিয়ে চলতো — তাহলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এভাবে বেপরোয়া আক্রমণ চালাতে পারতো না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিশ্বে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। যুদ্ধ হওয়া না হওয়া নির্ভর করতো সাম্রাজ্যবাদীদের সিদ্ধান্তের ওপরেই। এর পর সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র এলো বিশ্বশান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে। তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই ছিল যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল দুই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে। আক্রমণকারী ছিল জার্মানি, ইটালি এবং জাপানের ফ্যাসিস্ট চক্র। এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল, ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিল মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের বীর জনগণ, সোভিয়েত লালফৌজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জন্ম হয়েছিল যার স্থপতি ছিলেন স্ট্যালিন। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে, মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন, বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলন, উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবর্ষ, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ইত্যাদি যেসব দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হয়েছিল, তারা একজোট হয়ে যে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল, তারও মেরুদণ্ড ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সাম্রাজ্যবাদীরা এদের ওপর চাপ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক-সামরিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যেতো। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকার ফলে জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর মেরুদণ্ড নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন একটা অবস্থা এসেছিল, যেটা দেখিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বিশ্বে তখন যুদ্ধ বাধাবার শক্তি যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের আছে, আবার যুদ্ধকে রোধ করবার শক্তিও আছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা চাইলেই আগের মতো যখন তখন যুদ্ধ বাধাতে পারে না। সোভিয়েত নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টার। যেমন সুয়েজ ক্যানেল জাতীয়করণ করার পর মার্কিন মদতে ইঙ্গ-ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদীরা মিশর আক্রমণ করেছিল,

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রয়োজন সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্ব

পাঁচের পাতার পর

তখন সোভিয়েত ইউনিয়নই বাঁচিয়েছিল।

যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ে উল্লসিত হয়েছিল, তাদের এখন ভেবে দেখতে হচ্ছে কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল! ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ-গর্বাচেভ চক্র সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে ভেতর থেকে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করলো। এর ফলে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের ছত্রভঙ্গ অবস্থা, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ছত্রভঙ্গ অবস্থার সুযোগ নিয়েই আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আজকের পরিস্থিতি অনেকটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের মতো।

আজকের এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করবে কে? বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি? যারা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র নাই, মার্কিন-ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসিতে গণতন্ত্র আছে বলে জয়গান করেছে, আজ তাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। বিশ্বে আমেরিকা নাকি স্বাধীনতা-গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, মুক্ত দুনিয়ার ত্রাতা! আমার প্রশ্ন — বুশ আর ব্লেয়ার যে ইরাকে আক্রমণ চালালো, তাকে তো আমেরিকা ও ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সমর্থন করলো! মার্কিন সেনেট, মার্কিন কংগ্রেস, ব্রিটেনের হাউস অফ কমন্স — এসব নাকি গণতন্ত্রের স্বর্গোদ্যান! এই দুই দেশের সংবিধানকে সামনে রেখে অন্যান্য দেশ সংবিধান রচনা করে। ভারতবর্ষও তাই করেছে। আজ এই দুই দেশের নির্বাচিত পার্লামেন্ট বললো, ইরাককে আক্রমণ করো, তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করো। এই তো পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসির চরিত্র। কোনও দেশের পার্লামেন্টই আজ জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না, যথার্থ অর্থে কোনদিনই করেনি। তবুও পুঁজিবাদের উন্মেষ ও বিকাশের যুগে খানিকটা করতো, আজ তার ছিটেফোঁটাও নাই। এখন এরা একচেটিয়া পুঁজি ও যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যদিকে, আগেই বলেছি, এবার খোদ ইউরোপ-আমেরিকার জনগণের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন যে রূপ নিয়েছিল তা এককথায় ঐতিহাসিক। ইংল্যাণ্ডে মানুষ অস্ত্র বোঝাই ট্রেন আটকেছে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে যুদ্ধজাহাজ আটকাবার চেষ্টা হয়েছে। ভলান্টিয়ার হয়ে দলে দলে ইরাকে গিয়েছে ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ। ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা এই যুদ্ধকে খ্রীষ্টধর্ম বনাম ইসলাম ধর্মের বিরোধ বলে দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী জনগণই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। তবুও দুঃখের কথা, গভীর ব্যথার কথা যে, আক্রমণ আটকানো গেল না। তার কারণ, এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। একে ঐক্যবদ্ধ করে সঠিক পথে পরিচালিত করার মতো নেতৃত্ব ছিল না, সংগঠন ছিল না। তা যদি থাকতো, সাম্যবাদী আন্দোলন যদি শক্তিশালী থাকতো, তবে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন একটা বিরাট প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে পারতো। ফলে এখানেও দরকার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ, তার ভিত্তিতে সঠিক নেতৃত্ব, সঠিক সংগঠন — এটা আমাদের বুঝতে হবে।

ভারত সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ভারতেও সরকার আসলে এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা চালায়। বহুদিন আগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল — এইসব প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে ভারত তার প্রভাবাধীন মনে করে। এই অঞ্চলে ভারত সুপার পাওয়ারের ভূমিকা পালন করতে চায়। এইজন্যই সে আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলে। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ততদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির আর সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে এবং উভয়ের সাথে বাগেইন করে সে দু তরফেরই সাহায্য ও সহায়তা নিয়েছে। এখন সে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল এবং আমেরিকারও প্রয়োজন ভারতকে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে ঢেউ উঠেছে, প্যালেস্টিনীয়দের সংগ্রামের সমর্থনে বিশ্বজোড়া যে জনমত, তার বিরুদ্ধে আমেরিকা ভারতকে পাশে চায়। ভারতও সাড়া দিয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে। আমেরিকা চায় যাতে জাপানের সাথে তার বিরোধ হলে, ইউরোপের সাথে বিরোধ হলে, চীনের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে ভারতের সমর্থন আমেরিকা পায়। আবার ভারতের বাজারও বিরাট, মার্কিন পণ্য ও পুঁজির জন্য আমেরিকার সেটা চাই। অন্যদিকে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিও বিশ্ববাজারে প্রতিযোগী হিসাবে মাথা তুলতে চায়, আমেরিকার বাজার চায়। এই পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতেই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যেজন্য আমেরিকাকে তোয়াজ করে চলেছে ভারত। তাই ভারতবর্ষের বিশাল জনমত আমেরিকা-ব্রিটেনের ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধতা করলেও ভারত সরকার নিন্দা পর্যন্ত করলো না। এমনকি যে প্রস্তাবটা পার্লামেন্টে নেওয়া হল সেখানে আমেরিকা-ব্রিটেনের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলো না। এটা খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। পার্লামেন্টে বিরোধীরা অনেক লড়াইয়ের ভাব দেখালেন, ডিকশনারিতে অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত হিন্দিতে 'নিন্দা' এবং ইংরাজি প্রস্তাবে 'deplorable' (দুঃখজনক) বলে দুদিক রাখা হল। দেশের লোককে ওরা বোঝালো 'আমরা নিন্দা করছি', আর আমেরিকাকে বোঝালো 'আমরা দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া বেশি কিছু বলিনি'। এতেও আমেরিকা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল, ভারত সরকার ডেকে বোঝাল, আমাদের দেশের জনমত তো যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তাই 'দুঃখজনক' না বলে উপায় ছিল না, তবে তোমার দেশের নামটা পর্যন্ত করিনি।

তিনি বলেন, ভারত সরকার এই ভূমিকা নিতে পারল কী করে? খুবই দুঃখের কথা যে, আমেরিকার জনগণ যা করেছে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি সহ ইউরোপের জনগণ যা করেছে, অস্ট্রেলিয়াতে যা হয়েছে, ভারতবর্ষে তা হল না। আমাদের কত বড় ট্র্যাডিশন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ভিয়েতনাম নিয়ে কী গভীর আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল দেশে, কত কিছু আমরা করেছি! এবার তার ধারে কাছেও আমরা যেতে পারিনি। কে করবে? সি পি এম, সি পি আই-এর মতো পার্টিগুলো এদেশে গণআন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। নাম কা ওয়াস্তে কিছু করতে হয়, তাই একটা মিছিল করলো, আর আমরা প্রস্তাব দেওয়ার পর একটা কনভেনশন হল; এর বাইরে সে যেতে চাইলো না। এমনকি মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটে পর্যন্ত রাজী হল না, এড়িয়ে গেল। কারণ, সি পি এম আজ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সাথে বোঝাপড়া করে চলছে। পশ্চিমবঙ্গে মার্কিন পুঁজির আশীর্বাদ দরকার, ব্রিটিশ পুঁজির আশীর্বাদ দরকার। গত নির্বাচনে জেতার পর সি পি এম অফিসে গিয়ে মার্কিন কনসাল অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিল। এদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে সি পি এমকে। তাই পণ্য বয়কট করা চলবে না। কেরালায় তারা সরকারে নেই, ওখানে বয়কটের কথা বলছে। একই পার্টি দু'জায়গায় দু'রকম। এভাবেই সি পি এম নামতে নামতে এমন জায়গায় চলে গেছে যে, ইউরোপ-আমেরিকার গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠতা প্রকাশ করতে পারে, মার্ক্সবাদের কথা বলে, বামপন্থার কথা বলেও এখানে সি পি এম তা পারে না। সেই মানসিকতা, সেই মনোবল আজ আর তাদের নেই। যদিও তাদের কর্মী-সমর্থকদের একটা বিরাট অংশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কাজ করছে। এরা একটা বিরাট শক্তি। এদের চাপেই ওদের নেতাদের মাঝে মাঝে কিছু কর্মসূচি নিতে হয়।

তাহলে আমাদের দেশে কার্যকরী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন কারা গড়ে তুলবে? সে দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। তেমন শক্তি দেশব্যাপী আমাদের প্রয়োজন। এটা আপনাদের বুঝতে হবে। মনে রাখবেন, সাম্যবাদী আদর্শ ছাড়া, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে পরিচালিত সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব ছাড়া যথার্থ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। ভিয়েতনাম ঐতিহাসিক লড়াই চালিয়েছিল সাম্যবাদী আদর্শকে গ্রহণ করেছিল বলেই। আজও কিউবা আমেরিকার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জোরে। ফিদেল কাস্ত্রো প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট ছিলেন না, পরে বুঝেছিলেন, সাম্যবাদী আদর্শ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। তিনি সাম্যবাদী আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমাদের দেশের মধ্যেও আজ প্রবল সংকট। এখানেও কল কারখানা বন্ধ হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় শিল্প বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে, চুক্তিতে চাকরি, মজুরি হ্রাস, ছাঁটাই ব্যাপক রূপ নিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমাগত। একদিকে মিলিটারি বাজেট, পুলিশি বাজেট বাড়ছে, অন্যদিকে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বাজেট বরাদ্দ কমছে। দু'চারজন বাদ দিলে এমন মন্ত্রী পাওয়া যাবে না, যার বিরুদ্ধে জনগণের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারই বলুন, অথবা বিভিন্ন রাজ্যে নানা দলের অন্যান্য সরকারগুলোর কথাই বলুন, সর্বত্রই মন্ত্রীদের দুর্নীতি চরম। এই তো বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসির পরিণতি! আজকে পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে, সংকটের যুগে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেমন ধ্বসে পড়ছে, পুঁজিবাদী রাজনীতির মধ্যেও তেমনি কোন নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ নেই; আছে শুধু গদি নিয়ে মারামারি-কাড়াকাড়ি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জিতেছে নির্বাচনে জালিয়াতি করে। সব পুঁজিবাদী দেশে একই অবস্থা। কারা সরকারে বসবে, এটা এখন আর জনগণ ঠিক করে না, ঠিক করে পুঁজিপতিদের টাকার থলি, ক্রিমিনালদের পেশীশক্তি প্রশাসন আর প্রোপাগাণ্ডা পাওয়ার। ওরা বলে, criminalisation of politics অর্থাৎ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে। আমরা বলি politics for criminalisation, ওদের রাজনীতিটাই হচ্ছে ক্রিমিনাল তৈরি করার রাজনীতি। সুতরাং এই গদিসর্বস্ব রাজনীতির মধ্যে জনগণ কিছু পাবে না। সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বি জে পি — এদের পরস্পরের মধ্যে যে রাজনৈতিক লড়াই, সেটা গদিকে কেন্দ্র করে। যার একমাত্র লক্ষ্য — কে গদিতে বসবে, কে চেয়ার দখল করবে। এজন্য ওদের চাই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের, ব্যবসায়ীদের আশীর্বাদ। পুঁজিপতিদের বিচারটাও হল, কাকে মন্ত্রীত্বে বসালে গণবিক্ষোভকে স্তিমিত করে লুণ্ঠন ভালভাবে চালানো যাবে। একদলকে ওরা সরকারে বসায়, তার যখন বদনাম হয় তখন অপজিশনে যে থাকে তাকে সামনে নিয়ে আসে, গদিতে বসায়। ফলে এই দলগুলোর ভূমিকা হচ্ছে জমিদারের নায়েব-গোমস্তার মতো, মালিকের ম্যানেজারের মতো। মালিকশ্রেণীর হুকুম তামিল করাই ওদের কাজ। দেশপ্রেম, ন্যায়নীতি, আদর্শ — এসবের কোন প্রশ্নই এখানে নেই। এজন্যই পার্লামেন্টারি রাজনীতির এই পরিণতি হয়েছে।

তিনি বলেন, এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কি ঘটছে তা আপনারা দেখছেন। হাজার হাজার আসনে অন্য দলের লোকদের দাঁড়াতেই দিল না সি পি এম। রাজ্যের মানুষের মন সি পি এমের বিরুদ্ধে এতটাই ক্ষুব্ধ যে, সি পি এমের বিরুদ্ধে যাকে পাবে, সে যদি আরেকটা চোর-ডাকাতও হয়, তবে তাকেও ভোট দিয়ে সি পি এমকে শিক্ষা দিতে চাইবে। ফলে সি পি এম জনগণের উপর আর ভরসা রাখতে পারলো না। ভোটে দাঁড়ানোর এবং ভোট দেওয়ার যে মৌলিক অধিকার পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসির একটা মূল শর্ত, সেটাও সি পি এম কেড়ে নিল। বি জে পি কংগ্রেস যা করে, অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলো যা করে, সি পি এমও তাই করলো। কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, এর প্রদত্ত অধিকারগুলি পুরোপুরি কার্যকরী করে, এর শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এবং এর ভূমিকাকে নিঃশেষ করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা জনগণকে বোঝাবার জন্য — বুর্জোয়াদের মতো পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসিকে খর্ব করার জন্য নয়। ফলে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদি যেমন সাম্প্রদায়িক গণহত্যা করে ভোটে জিতল, সেজন্য গোধরা কাণ্ড ঘটিয়ে তাকে কাজে লাগাল, এ রাজ্যে সি পি এম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাই করছে। এর দ্বারা বামপন্থাকেই সি পি এম কলঙ্কিত করল। যার সুযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলো, সাম্প্রদায়িক বি জে পি'র মতো দল মাথা তুলবে। সি পি এম নেতৃত্ব ক্ষমতায় এতই মদমত্ত যে তাদের এই আচরণ যে কতটা লজ্জাজনক সেটা বোঝার মত বোধশক্তি কী আজ তাদের নেই? গ্রামাঞ্চলে মাফিয়া রাজত্ব সৃষ্টি করে কী বিরাট ক্ষতি তারা করে দিয়ে যাচ্ছে! এত খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি — এসবই তো মাফিয়াদের জন্য হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সি পি এম মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলীর কাজই হচ্ছে এস ইউ সি আই কর্মীদের খুন করানো। গত ১৫ এপ্রিল রায়দীঘিতে পাঁচটি থানার ওসি'দের নিয়ে বৈঠক করে তিনি বলেছেন, সি পি এমের মাফিয়ারা এস ইউ সি আইয়ের উপর যত হামলা করুক, পুলিশকে ঐ মাফিয়াদেরই ব্যাক করতে হবে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নদীয়াতে আমাদের দলের জেলা কমিটির সদস্য, শিক্ষক কমরেড আব্দুল ওদুদকে খুন করেছিল সি পি এম। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বহু কমরেডকে আমরা

সাতের পাতায় দেখুন

একমাত্র সাম্যবাদী আদর্শই আজ চরিত্র দিতে পারে

ছয়ের পাতার পর

হারিয়েছি। এবারও কত কমরেডকে হারাতে হবে কে জানে। তবুও আমাদের কর্মীরা জনগণের স্বার্থে লড়াই আন্দোলন করে যাবে, গণআন্দোলন গড়ে তুলবে। এখানেই ঐসব দলগুলোর গদি সর্বস্ব মাফিয়া রাজনীতির সাথে আমাদের দলের গণআন্দোলনের রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য। আমাদের বহু কর্মীকে ওরা খুন করেছে, আমাদের উপর বহু অত্যাচার চলছে। এত করেও তারা এস ইউ সি আইকে ধ্বংস করতে পারছে না। বরং শক্তি বাড়ছেই। কারণ এই দলটি ভিন্ন ধাতুতে গড়ে উঠেছে। একে এভাবে ধ্বংস করা যায় না।

এখানেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ভূমিকা। তিনি কৈশোরে এদেশের স্বদেশী আন্দোলনের একজন ভলাণ্টিয়ার ছিলেন। ঐ সময়ই তিনি মার্কসবাদের সংস্পর্শে আসেন। এবং সেইসময় যতটুকু উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল তার ভিত্তিতেই তিনি সেদিনের সি পি আই — যার মধ্যে সি পি এম নেতারাও ছিলেন —তার ভূমিকা বিচার করে বুঝেছিলেন এরা যথার্থ মার্কসবাদী- লেনিনবাদী নয়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এদেশে একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল গড়ে তুলতে হবে। সেদিন তিনি একা, অপরিচিত, সহায়-সম্বলহীন। কিন্তু সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দুরন্ত সাহস, অপরাজেয় তেজ, এবং অবিচল সত্য নিষ্ঠা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মার্কসবাদকে প্রয়োগ করেছিলেন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে, দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি-সাহিত্য সমস্ত বিচারের ক্ষেত্রে। একে একে কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড হীরেন সরকার, কমরেড প্রীতীশ চন্দ — এমন কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেদিন দলের কোন অফিস ছিল না। দিনের পর দিন শিবদাস ঘোষ প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাতে কাটিয়েছেন। কমরেড নীহার মুখার্জী ঘুরতেন, কোথায় কিছু পয়সা জোগাড় করে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এখন কমরেডরা আমাদের জামা কিনে দেয়। এটা না হয় ওটা পরার জন্য বলে। কিন্তু এমন একদিন গেছে যখন শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জী একটি জামা দুজনে পালা করে পরেছেন। কোন খবরের কাগজ, রেডিও আমাদের প্রচার দেয়নি, আমরা মস্কো পিকিং-এর ব্যাকিং পাইনি, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টি, মাও সে-তুং-এর পার্টি ভুল করে হলেও সি পি আইকে সমর্থন করেছিল। শিবদাস ঘোষকে শুনতে হয়েছে — আপনি স্ট্যালিনের চেয়ে বেশি বোঝেন, মাও সে-তুং-এর থেকে বেশি বোঝেন? শিববাবু জবাবে বলেছেন, ওঁরা আমার নেতা, শিক্ষক, কিন্তু ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ওঁরা বুঝতে পারেননি। ওঁরা জানেন না যে, সি পি আই কমিউনিস্ট পার্টি নয়। সেদিন এই সংগ্রাম কত কঠিন ছিল আজ তা অনেকেই বুঝতে পারবে না। শিবদাস ঘোষকে কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে — এস ইউ সি একটা ক্লাব, চামচিকেও পাখি, এস ইউ সিও পার্টি। অবিচল সত্যনিষ্ঠায় এগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। শিবদাস ঘোষের যখন কোন আশ্রয় ছিল না, তখনও তিনি আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কোথায় ভুল, কোথায় ঠিক দেখিয়েছেন; আজ সেগুলি কত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করেছেন, দেশের ভেতরেও সমস্ত প্রশ্নে সঠিক মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথ দেখাবার দায়িত্ব পালন করেছেন। এইভাবে এক দীর্ঘ কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি আজ একটা জায়গায় এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে আজ এস ইউ সি আই-র প্রতি প্রবল ভালবাসা। সকল সৎ মানুষ, বিবেকবান মানুষ, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায় যে মানুষ, তারা মনে করেন এস ইউ সি একমাত্র পার্টি যে লড়ছে, যার উপর ভরসা রাখা যায়। এস ইউ সি'র ছেলে মেয়েরা ভাল, ভদ্র, ডেডিকেটেড, নিষ্ঠা আছে। ইদানিংকালে আমাকে রেডিওতে টিভিতে সাংবাদিকরা একটা প্রশ্ন প্রায়ই করেন — আপনাদের দলের নেতা কর্মীদের আদর্শের প্রতি এই নিষ্ঠা, লড়াই করবার এই সাহস আসে কি করে? সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন করছেন মানে সমাজে এই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। মানুষ দেখছেন বাকী সব দল নোংরা, পচা হয়ে গেছে। আমি সব জায়গায় বলছি, আমাদের এই কর্মীদের নিষ্ঠার উৎস মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত উন্নত নৈতিকতা, চরিত্র। তাঁর একটা অমূল্য শিক্ষা — বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। মানুষকে ভালবাসতে হবে, নিপীড়িত মানুষের চোখের জলের মূল্য দিতে হবে। আজ কমরেড শিবদাস ঘোষ নেই। তাঁর প্রথম সাথী সাতজনের মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে আছেন — কমরেড নীহার মুখার্জী। তিনি অসুস্থ। পরবর্তীকালে যাঁরা এসেছেন — তাঁদের অনেকেই অসুস্থ। আমাদের দাদা স্থানীয় একজন এখন মৃত্যু শয্যায়। আমাদেরও বয়স হয়েছে। তাই কর্মীদের বলব, পার্টির ঐতিহ্য, সংগ্রাম, ইতিহাসকে আপনারা ভাল করে বুঝুন, উপলব্ধি করুন। এই দলটা একটা বিরাট স্বপ্ন নিয়ে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে যারা দায়িত্ব নেবে তাদের সেভাবে তৈরি হতে হবে। আর তৈরি হতে হলে তা ফাঁকি দিয়ে হবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ শুরু থেকেই এমন মহান প্রতিভাবান ছিলেন না। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাধারণ স্তর অতিক্রম করেই তিনি অসাধারণ স্তরে উঠেছিলেন। কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, যাঁরা তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন তাঁরাও কি শুরুতে অসাধারণ ছিলেন? তাঁরাও অনেক সংগ্রাম করেই এই জায়গায় পৌঁছেছেন। এই সংগ্রাম শুধু মিটিং মিছিল নয়, রাস্তায় আন্দোলন লড়াইয়ের সংগ্রাম নয়। ঘরে-বাইরে, দেহে-মনে নিজেদের পাল্টাবার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম।

আমরা কেউই বিপ্লবী হয়ে জন্ম নিইনি, আমাদের পরিবারগুলো বিপ্লবী ছিলনা। আমাদের সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি সমস্ত দিক দিয়েই পচাগলা বুর্জোয়া সমাজ। এদেশের বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করেনি, তার সঙ্গে আপস করেছে। সমাজে তার প্রভাব রয়েছে। ফলে আমাদের নাড়িতে, রক্তে, আমাদের চাওয়া-পাওয়া, অভ্যাস-আচরণে সামন্ত সংস্কৃতি নানা রূপে কাজ করে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি তো কাজ করেই। এসব নিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায়না। ব্যক্তিবাদের প্রভাব নানারূপে — নাম করার ঝোঁক, ক্ষমতার ঝোঁক, নিজেকে জাহির করার ঝোঁক, প্রশংসার পেছনে ছোটা, সমালোচনা হলে ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, আমার সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তাকে পাল্টা আঘাত করার মানসিকতা, নানা অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা — এসব আমাদের মধ্যে কাজ করে। এগুলো প্রতি মুহূর্তে আমাদের কুরে কুরে খায়। আমাদের আত্মসম্মান নষ্ট করে, চরিত্রগতভাবে আমাদের নামায়। এসবের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সচেতন, সক্রিয় ও বিরামহীন লড়াই চালিয়ে নিজেকে আমূলভাবে পাল্টে দিয়েই বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হয়। কোন্‌টা প্রকৃত ভালবাসা, কোন্‌টা ভালবাসার নামে দুর্বলতা, এই পার্থক্য বুঝতে পারা চাই। যে ভালবাসার মধ্যে নীতি, আদর্শ কাজ করে না, যে ভালবাসা শুধু রক্তের সম্পর্কভিত্তিক, দৈহিক সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্কভিত্তিক, তার মধ্যে ভাল কিছু নেই, তা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে, বিপথগামী করে, তাতে নিজেরও ক্ষতি, অপরেরও ক্ষতি। একমাত্র নীতিভিত্তিক, আদর্শভিত্তিক, বলিষ্ঠ মানুষই যথার্থ ভালবাসার অধিকারী হতে পারে।

তিনি বলেন, আমাদের দলের এই ট্র্যাডিশন স্থাপন করে গেছেন আমাদের মহান শিক্ষক ও পরবর্তীকালের নেতারা। একে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এই দলটার দিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাকিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে বহন করা, প্রচার করার দায়িত্ব আমাদের। এজন্য এই আদর্শকে গভীরভাবে চর্চা ও উপলব্ধি করতে হবে। এজন্য নানা সমস্যা সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান আলোচনাগুলি শুধু পড়লেই বা জানলেই চলবে না। একটা প্রশ্নকে, একটা সমস্যাকে, তিনি কী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন, কোন বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন তা যদি আমরা না জানি, না বুঝি, তাহলে আমরা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করতে পারবো না। আমরা সচেতন হতে পারবো না। তখন অজানিতভাবে হলেও আমাদের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারা, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করবেই। বাস্তবকে বিচার না করে আমার মনে হওয়াটাকেই সত্য মনে করা, কোন কিছুকে একপেশেভাবে বিচার করা, উপর উপর দেখা, পুরনো চিন্তা নিয়ে চলা, এগুলোই ভাববাদ। আগে হয়তো আমার একটা চিন্তা সঠিক ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি এখন সেই জায়গায় নেই, নতুন সত্ত্বা এসে গেছে, অথচ আমি পুরনো চিন্তা নিয়ে চলছি, আমি যার প্রতি দুর্বল তার শুধু ভালই দেখি, ত্রুটি দেখিনা, আবার যার প্রতি বিরক্ত তার শুধু ত্রুটি দেখি, ভাল দেখিনা, এটাই তো ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা বলি ওর দ্বারা কিছু হবে না, ওর পরিবর্তন হবে না, আমরা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তার বাইরের পরিবেশ বা বহির্দ্বন্দ্ব, তার ভেতরের দোটানা ভাব অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব এগুলি দেখিনা। ফলে আমি অধ্যাত্মবাদী কি অধ্যাত্মবাদী নয়, কেবল তাই দিয়েই বোঝা যাবে না আমার চিন্তাভাবনায় ভাববাদ কাজ করছে কি করছে না। আমরা জানিনা, কোনটা বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব, কোনটা মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলি। এখানেও তো ভাববাদ কাজ করে। সেজন্যই দর্শনগত দিক থেকে শিবদাস ঘোষ কোন বিষয়কে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন সেই উন্নত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এর ব্যাপক চর্চা হওয়া দরকার, না হলে দলের মধ্যে চিন্তার মান উঠবে না, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আসবে না, যতই চেষ্টা করিনা কেন, নেতৃত্বের প্রতি অন্ধতা থাকবেই। অন্ধতাকে দূর করার অর্থই হচ্ছে জ্ঞানের আলো বাড়ানো। যত কর্মীদের জ্ঞান বাড়বে চিন্তা উন্নত হবে তত নেতৃত্বের প্রতি অন্ধতা কমবে, তত কর্মীরা উন্নত হবে, নেতৃত্বকেও সে আরও বড় করবে। বড় যদি না হয় তাহলে নেতৃত্বকে জায়গা ছাড়তে হবে। ফলে জ্ঞানচর্চা অপরিহার্য।

চেতনার মান উন্নত না করার ফলে রাশিয়ার কী পরিণতি হল, চীনের কী পরিণতি হল তা আমরা বেদনার সাথে দেখছি, আমরাও কি রক্ষা করতে পারবো আমাদের দলকে? শুধু সারা দিন না খেয়ে কাজ করলে, মার খেলে জেলে গেলে, আমার চেতনা বাড়বে? চরিত্র বাড়বে? আজ আবেগে কাজ করলেও পরে তা পারবো? পাঁচবার জেলে যাওয়ার পর বলবো, আমি এতবার জেল খেটেছি, ফলে আমার নেতা হওয়া দরকার। অর্থাৎ জেলে যাওয়া আমার একটা প্রিভিলেজ হয়ে গেল। এভাবেই, আমি ঘর ছেড়েছি, আমি চাকরি ছেড়েছি, এসবকে ভিত্তি করে আমি কিছু পেতে চাই — এসব ঝোঁক এসে যায়। সেজন্য এখানেও বিরামহীন সংগ্রাম চাই।

সাংস্কৃতিক মান, চারিত্রিক মান, এসব কথা সাধারণভাবে বললে চলবে না। কোন্‌ সংস্কৃতি, কোন্‌ চরিত্র চাই? শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ধর্মও একসময় চরিত্র দিয়েছে, ধর্মও বড় মানুষ তৈরি করেছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে এসে ক্রমে ধর্মও সেটা রক্ষা করতে পারেনি। তারপর এল পুঁজিবাদী যুগের মানবতাবাদ, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, গণতান্ত্রিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ। সেও তখন চরিত্র দিয়েছে। আজ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যুগে ঐ আদর্শ আর চরিত্র দিতে পারে না। এখন চরিত্র একমাত্র দিতে পারে সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে সর্বহারা নৈতিকতা। এই নৈতিকতা শুধু যে ব্যক্তি-সম্পত্তিকে ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করতে বলে তাই নয়, ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে মুক্ত হওয়া, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভিত্তিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া — এককথায় ব্যক্তির ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়ার কথা বলে। এর জন্য সংগ্রামই হল সর্বহারা নৈতিকতার ভিত্তি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ব্যক্তির এভাবে নিজেকে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে বিলীন করে দেওয়াই হল আজকের যুগে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, তুমি যে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করেছো তার প্রমাণ কি? যত তুমি জ্ঞানী হবে তত তুমি হবে উদার, জনদরদী, সত্যনিষ্ঠ। তোমার দায়িত্ববোধ বাড়বে। তুমি সংস্কৃতিবান — একথার মানে এ নয় যে, তুমি শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বক্তৃতা করতে পার, এর অর্থ — সমাজের শোষিত ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য তুমি কাঁদো, নির্যাতিতা নারীর জন্য তুমি কাঁদো, তুমি ছটফট কর, তুমি চুপ করে থাকতে পারনা। তুমি মনে কর সমাজের কোটি কোটি মানুষের এই যে দুঃসহ জীবন, তুমি বিপ্লব করার দ্বারা এর হাত থেকে এই মানুষদের বাঁচাতে পারতে। ফলে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা, বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য কাজ করা তোমার দায়িত্ব। কাজ না করলে তুমি নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী — এই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিচয়। মহান নেতা বলেছেন, বিপ্লবীকে কাজ দিতে হয় না, কাজ সে নেয়, কাজ সে সৃষ্টি করে। আন্দোলনের কাজ ছাড়া, বিপ্লবের কাজ ছাড়া সে থাকতে পারে না। এটাই তার জীবনধর্ম, এইখানেই তার মর্যাদাবোধ, বিপ্লবীর বিবেক তাকে কাজ করায়।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, আমরা না খেয়ে থাকি, আমরা পুলিশের মার খাই, জেলে

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60
গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৩৭ সংখ্যা

চাই জ্ঞানসাধনা ও জনগণের প্রতি ভালবাসা

সাতের পাতার পর

যাই — এসব দেখে অনেকে মনে করেন — আমাদের জীবন কত দুঃখের। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আমাদের কাছে এ জীবন আনন্দের গৌরবের। আমরা মাথা উঁচু করে আছি। টাকা দিয়ে আমাদের কেউ কিনতে পারেনি। কোন প্রলোভন আমাদের বিবেককে দমাতে পারে না, আমি মুক্ত আমি স্বাধীন। আমি ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য লড়াই করছি, মানবজাতির জন্য লড়াই করছি, এই আমার গৌরব, এই আমার মর্যাদা। তাই তিনি বলেছেন, বিপ্লবী জীবনের মত এত মহৎ, এত আনন্দময় জীবন আর নেই।

আজ ২৪শে এপ্রিলে, সেই '৪৮ সালের কথা ভাবুন। একটা ভাঙা হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে গুটি কয়েক বিপ্লবী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেদিনের প্রবল প্রতিকূল পরিবেশ, চরম বিরুদ্ধ তার মধ্যে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপর দিন নেই রাত নেই যে বিরামহীন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই পার্টি আজ জনগণের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। মানুষ আজ আমাদের সমর্থন করে, সাহায্য করে, প্রশংসা করে। এই প্রশংসা নেব, কিন্তু সংগ্রামের দায়িত্ব পালন করব না, যেমনভাবে করা উচিত তা করব না, এটা কি হওয়া উচিত? এ প্রশ্ন বার বার প্রতিটি ২৪শে এপ্রিলে আমাদের নিজেদের কাছে করতে হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দুনিয়ার অন্যান্য দেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিপর্যয় ঘটেছে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে, মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পর চীনে শোধনবাদ মাথা তুলে কি পরিণতি ঘটালো তা আমরা জানি। কেন এই বিপর্যয় ঘটলো সেই শিক্ষাও কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরও আমাদের পার্টি দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে চলেছে কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে। আমাদের আরও এগোতে হবে। কিন্তু শুধু সদিচ্ছার দ্বারাই তা হবে না। তার জন্য লড়াই চাই, তার জন্য জ্ঞানের সাধনা, সত্যের সাধনা, চরিত্রের সাধনা চাই। ভারতবর্ষে আজ আমাদের দলের গতিরোধ কেউ করতে পারে না, বহু লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আজ আমরা একটা জায়গায় এসেছি। আমাদের অনেক নেতা-কর্মীকে খুন করেছে, আরও অনেককে করবে, এ আমরা জানি। কিন্তু বিপ্লবীদের খুন করে কোনদিন কেউ রুখতে পারেনি। না হলে রাশিয়ায় বিপ্লব হত না, চীনে, ভিয়েতনামে হত না। ওখানে আরও অনেক বেশি খুন হয়েছে, খুন করে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করা যায় না। সাময়িক কিছু সমস্যা তৈরি করতে পারে এই পর্যন্ত। জনগণ আমাদের প্রতি দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মর্যাদা আমাদের দিতে হবে। এজন্য আমাদের মধ্যে যৌবনের বলিষ্ঠতা চাই, যারা সর্বক্ষণের কর্মী তাদের সর্বক্ষণই বিপ্লবের জন্য, মানবজাতির জন্য দিতে হবে, যাঁরা ঘর সংসার করছেন কিন্তু তত্ত্ব দিয়ে বুঝেছেন বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই, তাদের ভাবতে হবে, পরিবারের জন্য ন্যূনতম সময়টুকু দিয়ে বিপ্লবের জন্য আরও কতভাবে এবং কিভাবে কাজ করতে পারি। আমাদের চাই শ্রমিকদের মধ্যে যাওয়ার মত কর্মী, কৃষকদের মধ্যে যাওয়ার মত কর্মী, যারা মধ্যবিত্ত জীবনের আরাম আয়েস ও দোদুল্যমানতা থেকে মুক্ত হয়ে শহরের শ্রমিক বস্তিতে, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষির ভাঙা ঘরে যেতে পারে, থাকতে পারে, তাদের সংগঠিত করতে পারে। এরাই বিপ্লবের মূলশক্তি, আমাদের প্রয়োজন মহিলাদের মধ্যে আরও ব্যাপক কাজকর্ম, ছাত্রদের মধ্যে আরও ব্যাপক কর্মকাণ্ড, বিশেষভাবে কৃষক কর্মী, ছাত্র কর্মী ব্যাপক সংখ্যায় চাই, যারা বিপ্লবের ঝাণ্ডা ভবিষ্যতে বহন করবে। বড়দের দায়িত্ব হবে এদের সন্তানের মত লালন পালন করা। পিতা যেমন চায় সন্তান তার থেকে বড় হোক, আমাদের মধ্যেও বয়সে যারা বড়, ছোটদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হবে তেমনই। আর চাই একটার পর একটা গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করা। আমরা আন্দোলন করছি, কিন্তু আরও করতে চাই, এখানে ক্লান্তির প্রশ্ন নেই, কিছুদিনের জন্য বিরতির প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিপ্লবী জীবন ক্লান্তিহীন, বিরামহীন। আমাদের লড়াইতে বহু বাধা আসবে, পরাজয় আসবে, ব্যর্থতা আসবে, আমরা পরাজয়কে জয়ে পরিণত করে এগোবো। ব্যর্থতার সময় পরাজয়ের সময়, বিপ্লবীর শক্তির প্রকৃত পরীক্ষা হয়। যখন অনায়াসে জিতছি, অনায়াসে এগোচ্ছি তখন শক্তির পরীক্ষা নেই। মাও সে তুং বলেছেন সেই কম্যুনিস্ট, যে জোয়ারের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারে, অবশ্যই এটা প্রতিক্রিয়াশীলতার জোয়ার। এই সাহস এই তেজ চাই। সমস্ত যুগে সকল বড় মানুষরা এই সাহস এই তেজ দেখিয়েছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-কমরেড শিবদাস ঘোষ তাই করেছিলেন। এঁরা পরাজয় ও ব্যর্থতা দিয়েই শুরু করেছিলেন। পরে এসেছিল জয়ের আলো। যারা একটা সমস্যা দেখলেই, কি করে হবে, কি করে করবো, এইসব ভেবে মাথা খারাপ করে, তারা বিপ্লব বোঝে না। যারা মনে করে অসুবিধার মধ্যে কাজ করা যায় না, তারা বিপ্লব বোঝেনা। যত বাধা, যত অসুবিধা, যত দুর্যোগ, একজন বিপ্লবী ততই আরও বেশি সাহসী, দৃঢ়চেতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই মনোবল আপন নিয়মে আসেনা। এরজন্য একদিকে জ্ঞানের সাধনা চাই, অন্যদিকে জনগণের প্রতি গভীর মমত্ববোধ চাই। ফলে আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করার জন্য, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে আবার প্রবল তেজে দাঁড় করানোর জন্য মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে বিপ্লবের ঝাণ্ডা আমাদের তুলে ধরতে হবে। ইতিমধ্যেই বিদেশে আমাদের ডাক পড়ছে। আমাদের দলের প্রতিনিধিরা যাচ্ছেন। আমাদের দলের শক্তি যত বাড়বে, বিশ্বে এই আদর্শকে আমরা আবার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। আমাদের দেশের গণআন্দোলন, আমাদের দেশের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের দলের শক্তিবৃদ্ধির উপর। আর এই শক্তিবৃদ্ধি কত দ্রুত হবে সেটা নির্ভর করছে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক-দরদীদের ভূমিকার উপর। আমরা সকলেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আশানুযায়ী সেই যোগ্য ভূমিকা যেন পালন করতে পারি, একথা বলেই আজ আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মে দিবস জিন্দাবাদ

একের পাতার পর

সাথে "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-জিন্দাবাদ", "পুঁজিবাদ হো বরবাদ" বা "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ইত্যাদি শ্লোগান কিছু যুক্ত করে দিলেই তাদের অবস্থা পাল্টে যাবে না। যদি তাদের লড়াই শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্যই লড়াই হয়, তাহলে যত গণতান্ত্রিক অধিকারই অর্জিত হোক না কেন, মজুরদের মুক্তি কখনও হবে না। মুক্তি অর্জন করতে হলে শ্রমিকদের বুঝতে হবে যে — গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সংগ্রামগুলো শুধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ন্যূনতম অধিকারটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয় এবং এইভাবেই দৈনন্দিন দাবীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার মত উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। একমাত্র এই আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মজুরদের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারলে পুঁজিবাদকে ভেঙ্গে ফেলার মত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বা বিপ্লবী লড়াই শুরু করা সম্ভব — যে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই রাষ্ট্রশক্তির হাজার একটা দমনপীড়নের মুখেও ভেঙ্গে পড়বে না।...

তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে মার্কস প্রথম থেকেই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে — শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করবে কেন? করবে এই কারণে যে, এটা হচ্ছে সাম্যবাদী শিক্ষার বিদ্যাপীঠ (school of communism), সাম্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের হাতেখড়ি হয় এখানে। সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে, প্রতিদিনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে লড়তে গিয়ে শ্রমিক ঘটনা বিশ্লেষণের, সত্যানুসন্ধানের সুযোগ পায়। সে বুঝতে থাকে কেন বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই। যথার্থ বিপ্লবীরা ছাড়া আর কেউই প্রতিদিনের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এইভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চায় না। ....তাই মার্কস, লেনিন বার বার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে স্কুল অব কমিউনিজম"।

সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে পুলিশি হামলার নিন্দা

১৪% বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ আরো কয়েকটি জরুরি ও ন্যায়সঙ্গত দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "অতীতে কংগ্রেস সরকারের মতো বর্তমান সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও কর্মচারী আন্দোলন সহ সমস্ত গণআন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে দমন করার চেষ্টা করছে, যা অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয়।"

২৪ এপ্রিল মহাকরণে অবস্থানরত সরকারি-কর্মচারীদের উপর পুলিশি নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করে তিনি অবিলম্বে কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি মেনে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ ও শান্তি, রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে

প্রাভদা পত্রিকাকে ১৯৫১ সালে দেওয়া

মহান স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

২৩ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

মার্কিন-ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের দাবিতে ২২ এপ্রিল কলেজ স্কোয়ারে অবস্থান ও ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন। বক্তব্য রাখেন ডাঃ কে পি ঘোষ, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, শিক্ষক নেতা রতন লস্কর ও এ আই ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায়

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net